16 MAY 2017

সৃজনশীল মানে গাইড বই!

স্কুল হোক আনন্দের এক রঙিন

হাবীব ইমন

শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না। যখন একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতাম, তখন এক-আধটু আগ্রহ ছিল। সম্প্রতি একটু সংযোগ রাখলাম, তাতে বেশ হতাশই হচ্ছি। বছর শুরুতে উদ্বিগ্ন হয়েছি, যখন রবীন্দ্রনাথ, নজরুলসহ অনেকের লেখা হেফাজত ইসলামের কথায় পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ পড়েছে। এ নিয়ে প্রগতিশীলদের ভেতর থেকে জোরালো প্রতিবাদ চলছে। তা ছাড়া অনেকদিন থেকে সৃজনশীল পড়ালেখার নামে কী পড়ানো হচ্ছে, এ প্রশ্নটি নিয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক স্তরে নানা প্রতিক্রিয়া রয়েছে। শিক্ষার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা এখন ঢের উপস্থিত। একদিকে আগ্রাসী নিওলিবারেল বিচ্ছিন্নতার দর্শন ও রক্ষণশীল পশ্চাৎপদ দর্শন সৃষ্টি করছে করপোরেট পুঁজির অনুগত ভোগবাদী মানুষ, অন্যদিকে সাম্প্রতিক সময়ে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে তা মৌলবাদী চিন্তা ও দর্শনের বিপরীতে মুক্তচিন্তা-মুক্তবিকাশে কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। কয়েক বছর ধরে নিরপরাধ কোমলমতি শিশুগুলোর ওপর গবেষণার গিনিপিগ বানানোর চেষ্টা চলছে। এত পরিবর্তন-এক্সপেরিমেন্টের জন্য মানসিক সমর্থ নয়।

বিশ্বের সেরা শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত ফিনল্যান্ডের স্কুলে যখন প্রথম ৬ বছর কোনো পরীক্ষা হয় না এবং ১০ বছরের স্কুলজীবন শেষে প্রথম বড় ধরনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তখন বাংলাদেশে ফার্স্ট টার্ম, মিড টার্ম, বার্ষিক, পিইসি, জেএসসি, এসএসসির মতো কত পরীক্ষার মুখে শিশুদের মুখোমুখি করে দেওয়া হয়, যা তাদের কিছু শেখার আগেই প্রতিযোগিতায় ঠেলে দেয়। জাপান ও কোরিয়ায় যখন ম্যাথ এবং প্রবলেম সলভিংয়ের ওপর ফোকাস করে ধীরে ধীরে শিশুদের বড় করা হয় তখন আমাদের শিশুদের মুখস্থ করার যুদ্ধে নামতে হয়। জার্মানিতে শিশুদের স্কুলের প্রথম দিন যখন শিক্ষাসামগ্রীর সঙ্গে খেলনা, ফুল ও মিষ্টান্ন সংবলিত 'স্কুল কোণ' নামক বিশেষ উপহার দেওয়া হয় তখন আমাদের স্কুলে লম্বা বইয়ের লিস্ট ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং অন্য একজনকে এই ভারী বইয়ের ব্যাগ বহন করে স্কুলে দিয়ে আসতে হয়।

সৃজনশীল পদ্ধতিতে যে পরিমাণ দক্ষতা প্রয়োজন, তা দিতে রাষ্ট্রযন্ত্র অনেকটাই অকার্যকর। অনেক জায়গায় দেখেছি, সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক শিক্ষকেরই ধারণা কম। তারা নিজেরাও স্পষ্ট নন এ পদ্ধতি সম্পর্কে। সেখানে তারা শিক্ষার্থীদের কী পাঠদান করবেন! বছরে তিন-চারবার পরীক্ষা পদ্ধতি, সৃজনশীলের সংখ্যা, পরীক্ষার সময় কিংবা সিলেবাস বদল করে বারবার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিপদে রাখা হয়েছে। সারা বছরই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। তাতে করে ভালো কিছু হচ্ছে, তারও উদাহরণ নেই। শিক্ষকরাও অনেকটা দায়সারাভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। এ রকম অভিযোগ আশপাশ থেকে এলেও এটাই বাস্তবতা, তাদের করণীয় সীমিত। শুধু পাবলিক পরীক্ষায় উদারীকরণ নম্বর দিয়ে পাসের হার বাড়িয়ে শিক্ষার মান নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না, ভর্তিপরীক্ষার ফলাফল দেখে অন্তত এটা পরিষ্কার হওয়া যায়। বিদ্যমান শাসন-শোষণ কাঠামো বজায় রাখতে মানুষের মনকেও এক ধরনের নজরদারি উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য 'কমল হীরের বিদ্যে'র বদলে 'চকচক করা প্রতারক কাচ খণ্ড'কে শিক্ষা বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জিপিএ ফাইভনির্ভর এই শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করতে শিখছে না। তাই জিপিএ ফাইভে সংখ্যাধিক্য চমক বাড়লেও এ পদ্ধতি মেধা-গড়ন ও মননে সৃজনশীল করতে পারেনি। কিছুদিন আগে গণমাধ্যমে একটি সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর বেশ প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এ পদ্ধতিটি। কয়েক বছর ধরে নিরপরাধ কোমলমতি শিশুগুলোর ওপর গবেষণার গিনিপিগ বানানোর চেষ্টা চলছে।

আমাদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। সরকার প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা খরচ করে বই ছাপাচ্ছে। বিনামূল্যে সেগুলো বিতরণ করছে। কাগজের মান নিম্ন হলেও আপাতদৃষ্টিতে এটা সরকারের প্রশংসাযোগ্য কার্যক্রম। প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি তার দলীয় সংসদ সদস্যদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, সরকার কতগুলো বই ছাপিয়েছে, এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেননি কোনো সংসদ সদস্য। উন্নয়নের মহাসড়ক সম্পর্কে আমাদের মতো জনগণের কাছে প্রচার করতে সংসদ সদস্যদের এই পরিসংখ্যানগুলো জানতে প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী সম্ভবত এ গলদটুকু জানেন না, বছরের তিন-চার মাস পেরিয়ে গেলেও অনেক প্রতিষ্ঠান পুরোপুরি বই পায়নি, এমন খবরও প্রকাশিত হতে দেখেছি। পাঠ্যপুস্তক কি করা হলো! পুরনো সিলেবাস ঝেঁটিয়ে বিদায় করে তাতে সমূল পরিবর্তন এনেছে, বই সহজ করার চেয়ে কঠিন করে ফেলা হলো। পুরনো কারিকুলামই সংস্কারমুক্ত প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সৃষ্টি করেছে। 'ও'-তে ওল শিখতে গিয়ে ধর্ম হারায়নি। ওইসব বর্ণপরিচয় শিখে তৈরি হয়েছে বিশ্বে গর্ব করার মতো অনেক ব্যক্তি।

আমরা অনেকদিন ধরে বলছি বইয়ের বোঝা কমানোর কথা। সেখানে পাঠ্যপুস্তকে বইয়ের মধ্যে অসরলীকরণ করা হয়েছে বেশি। পড়ার চাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। পড়ার অধিক চাপ থেকে মুক্তি দিতে চাইনিজ স্কুলে বাধ্যতামূলক এক ঘণ্টা বিরতি এবং কিছু স্কুলে নাতিদীর্ঘ ঘুমানোর সুযোগ আছে। এ দেশে চাপমুক্ত নয় বরং আরও চাপ যুক্ত হয়, যখন স্কুলের পরপর কোচিং, প্রাইভেট স্যারের বাসায় দৌড়াতে হয়! এ দেশে অনেক ছাত্রছাত্রীর দুপুরের খাবার যখন রিকশা, সিএনজি বা গাড়িতে সারতে হয় তখন ইতালি, ফ্রান্স ও মেক্সিকোতে স্কুলের সময় নির্ধারণ করা হয় পরিবারের সঙ্গে লাঞ্চ করার সুযোগ দিয়ে।

অ্যাকাডেমিক শিক্ষার চাপ লাঘবে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিয়েও সিঙ্গাপুর বিশ্বের অন্যতম সেরা শিক্ষাব্যবস্থার অধিকারী। যেখানে আমাদের দেশে খেলার মাঠবিহীন, ছোট ছোট আবদ্ধ ফ্ল্যাটে অনেক শিক্ষার্থী প্রাণহীন শিক্ষা গলাধঃকরণ করছে। পড়ার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই। কোনো মজা পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা। বাংলা বই হয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞানের মতো। সেখানে সাহিত্যের ছোঁয়া অনুপস্থিত। আমাদের শিক্ষায় মানবিকতা, সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, নান্দনিকতা ও আনন্দযোগের অভাব রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন– 'আমরা যতই বি. এ, এম. এ পাস করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক হইতেছে না। ... সেইজন্য আমরা অত্যুক্তি আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি।' কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, 'বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। ... হাওয়া খাইলে পেট ভ[রে না, আহার] করিলে পেট ভরে, আহারটি রীতিমতো [হজম করিবার] জন্য হাওয়া খাওয়ার দরকার।'

আচ্ছা, মেনে নিলাম, একটা পাঠ্যপুস্তক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সেখান থেকে অনুসরণ কিন্তু দেখা যাচ্ছে তা না করে পরীক্ষা বানান ভুলসহ গাইড বই অনুসরণ দেওয়া হচ্ছে। যেখানে শিক্ষা হওয়া উচি[ত] সেখানে পরীক্ষার্থীদের কাঁদতে কাঁদতে থেকে বের হতে হচ্ছে। অনেক অভিভাব[ক] সৃজনশীল মানে গাইড বই। পাঠ্যবই আর গাইড থেকে ৭০% প্রশ্ন। একজন বলেছেন, 'আমি আমার মেয়েকে চতুর্থ গাইড বই ছাড়া পড়াইছি। স্কুল থেকে সব নোট করে দিয়েছে মেইন বই থেকেই। শ্রেণিতে এ স্কুলই বলছে গাইড বই কিনে কারণ মেইন বইতে কিছুই নেই!' শিক্ষা[র্থীদের] সময় গোলকধাঁধায় রাখা হচ্ছে। অভিভাবক সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে দৌড়ঝাঁপ আর থাকেন। বইগুলো খুললেই অভিভাবকরা মা[থায়] রাখেন, কী পড়াবেন, কীভাবে পড়াবেন।

আমাদের দেশে শিক্ষাটা আসলে কী! গা[ইড] প্রকাশকদের ধনিক শ্রেণিতে রূপান্তর করার ব্যবস্থা? মুক্তবাজার অর্থনীতির সমর্থক ধনিক শিক্ষাসংক্রান্ত নীতি ও দর্শনই প্রতিফলিত হচ্ছে প্রতিটি স্তরে। সৃজনশীল চালু করে শিক্ষার্থীদের বেশি নোটবই আর কোচিংনির্ভর করা হয়েছে। বছর ধরে শুনে আসছি, কোচিং সেন্টার বন্ধ ব্যাপারে সরকার বেশ কঠোর। কয়েকদিন শিক্ষামন্ত্রী বেশ উচ্চবাচ্য করেছেন। কিন্তু একটা কোচিং সেন্টারও বন্ধ হতে শোনা যায়নি। বরং এর সংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছে। গ্রাম কী, শহর কী সব জায়গায় এখন কোচিং সেন্টার বাণিজ্য। ওখানে এদের উপস্থিতি দেখলে মনে হয় অনেকটা অনিচ্ছায় শিশুগুলো স্কুলে যাচ্ছে। ওদের পড়ালেখা তো কোচিং সেন্টার ও গাইড বইনির্ভর হয়ে উঠছে। প্রাথমিক শিক্ষার শুরু থেকে অসংখ্য গাইড বইয়ে সয়লাব। কোচিং মানেও গাইড বই। একেকটা কোচিং সেন্টার গাইড বই ফ্রি দিচ্ছে। এই গাইড বই পড়ে মুখস্থ করো। আর সাপ্তাহিক পরীক্ষা দাও। প্রথম শ্রেণির শিশুর হাতে এখন গাইড বই! আমরা উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার সময়ও গাইড বইয়ের ওপর খুব একটা নির্ভর ছিলাম না। কী হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থায়? শিক্ষার মধ্যে শুভঙ্করের ফাঁকি নিয়ে এ শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের ছেলেমেয়েরা কী শিখবে? এই শিক্ষাব্যবস্থায় তাদের স্বপ্ন দেখায় না, তাদের সৃষ্টিশীল করছে না। তৈরি করছে একটি হতাশ ও ক্লান্ত প্রজন্ম, যে প্রজন্ম প্রকৃত শিক্ষা থেকে বাধ্য হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। গবেষণা করতে হয় অবসরের পর করুন, নিজের বাসায় করুন; কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর নয়। ওদের স্কুল হোক আনন্দের এক রঙিন ফুল। কবি সুনির্মল বসু বলেছেন : 'বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র / নতুন ভাবের নানান জিনিস শিখছি দিবারাত্র।' কবিগুরু পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানার্জনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

একেকটা কোচিং সেন্টার গাইড বই ফ্রি দিচ্ছে। এই গাইড বই পড়ে মুখস্থ করো। আর সাপ্তাহিক পরীক্ষা দাও। প্রথম শ্রেণির শিশুর হাতে এখন গাইড বই! আমরা উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার সময়ও গাইড বইয়ের ওপর খুব একটা নির্ভর ছিলাম না। কী হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থায়? শিক্ষার মধ্যে শুভঙ্করের ফাঁকি নিয়ে এ শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের ছেলেমেয়েরা কী শিখবে? এই শিক্ষাব্যবস্থায় তাদের স্বপ্ন দেখায় না, তাদের সৃষ্টিশীল করছে না

❑ হাবীব ইমন : প্রকাশনা ও গবেষণা সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রগতি লেখক সংঘ
emonn.habib@gmail.com

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.........................